নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী

- সকল সাহাবীর সাথে জান্নাতের ওয়াদা
- সাহাবী থেকে কোন অলীই বড় হতে পারে না
- মর্যাদার দিক দিয়ে সাহাবায়ে কিরামের ক্রমবিন্যাস
- সাহাবাদের ফযীলত সম্বলিত ৪০টি হাদীস

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নবীর সকল সাহাবী জান্নাতী জান্নাতী

আত্তারের দোয়াঃ হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই **"নবীর সকল সাহাবী, জান্নাতী জান্নাতী"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে ও তার কিয়ামত পর্যন্ত আগত পুরো বংশধারাকে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর সত্যিকার গোলামী নসীব করো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফ পাঠ কারীর.... (ঘটনা)

আবু আলী কাত্তান বলেন: আমি স্বপ্নে দেখলাম: আমি (ইরাকের শহর) "করখ" এর শারফীয়া জামে মসজিদে রয়েছি, সেখানে আমি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করলাম। **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে দু'জন লোকও ছিলো, যাঁদেরকে আমি চিনি না, আমি **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে সালাম আরয করলাম, কিন্তু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উত্তর দিলেন না। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার প্রতি দিনে ও রাতে এত এতবার দরূদ ও সালাম প্রেরণ করি আর আপনি আমাকে সালামের উত্তর দেয়া থেকে বঞ্চিত করে

দিলেন? (**আল্লাহ পাকের** দানক্রমে অদৃশ্যের সংবাদ দাতা) **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমি আমার প্রতি দরূদ প্রেরণ করো আর আমার সাহাবাদেরকে গালমন্দও করো।" আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি আপনার মুবারক হাতে তাওবা করছি, ভবিষ্যতে এরূপ করবো না। অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সালামের উত্তর প্রদান করলেন: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ।

(সাআদাতুদ দারাঈন, ১৬৩ পৃষ্ঠা)

কিউঁ না হো রুতবা বড়া. আসহাব ও আহলে বাইত কা
হে খোদায়ে মুস্তফা, আসহাব ও আহলে বাইত কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ পাক সকল সাহাবীর সাথে জান্নাতের ওয়াদা করে নিয়েছেন

আল্লাহ পাক ২৭তম পারা সূরা হাদীদের ১০নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

لَا يَسْتَوِیْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِیْنَ اَنْفَقُوْا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমাদের মধ্যে সমান নয় ঐসব লোক, যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় ও জিহাদ করেছে; তারা মর্যাদায় ঐসব লোক অপেক্ষা বড়,

مِنۡۢ بَعۡدُ وَقٰتَلُوۡا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الۡحُسۡنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ ﴿۱۰﴾

(পারা: ২৭, সূরা: হাদীদ, আয়াত: ১০)

যারা বিজয়ের পর ব্যয় ও জিহাদ করেছে আর তাদের সবার সাথে **আল্লাহ** জান্নাতের ওয়াদা করেছেন আর **আল্লাহ** তোমাদের কৃতকর্ম গুলো সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন।

সাহাবায়ে কিরামের দু'টি প্রকার

এই পবিত্র আয়াতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর দু'টি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁদের জন্য "حُسۡنٰى" অর্থাৎ জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে। وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الۡحُسۡنٰى ؕ **(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** তাদের সবার সাথে **আল্লাহ** জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।) এর আলোকে শায়খ আহমদ সাভী মালেকী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: অর্থ হলো; ঐ সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان যাঁরা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনেছেন এবং **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করেছে আর যাঁরা মক্কা বিজয়ের পর ঈমান এনে **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করেছে, **আল্লাহ পাক** তাঁদের সকলের সাথে "حُسۡنٰى" অর্থাৎ জান্নাতের ওয়াদা করে নিয়েছেন। (তাফসীরে সাভী, ৬/২১০৪)

হার সাহাবীয়ে নবী! জান্নাতী জান্নাতী
সব সাহাবীয়াত ভি! জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পড়বে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

সাহাবীর সংজ্ঞা

হযরত আল্লামা হাফিয ইবনে হাজর আসকালানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: اَلصَّحَابِيّ: مَنۡ لَّقِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّم مُؤۡمِنًا بِهٖ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى الۡاِسۡلَام ۔ অর্থাৎ যেসকল সৌভাগ্যবানরা ঈমান অবস্থায় **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাত করেছেন এবং ঈমান সহকারেই ইন্তেকাল শরীফ হয়েছে, সেই সৌভাগ্যবাদেরকে "সাহাবী" বলা হয়। **(নুখবাতুল ফিকির, ১১১ পৃষ্ঠা)**

সাহাবায়ে কিরামের সংখ্যা

পূর্ববর্তী মুহাদ্দীসগণের মতে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর সংখ্য এক লক্ষ থেকে সোয়া এক লক্ষ এর মধ্যে ছিলো। আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: সকল সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর নাম জানা নেই, যাঁদের নাম জানা আছে (তাঁদের সংখ্যা হলো প্রায়) সাত হাজার।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ৪০০ পৃষ্ঠা)

মর্যাদার দিক দিয়ে সাহাবায়ে কিরামের ক্রমবিন্যাশ

হযরত মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আম্বিয়া ও রাসূলগণের পর **আল্লাহ**র সকল সৃষ্টি মানব, জ্বীন ও ফিরিশতাদের মধ্যে উত্তম হলো সিদ্দিকে

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "আমার প্রতি অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

আকবর, অতঃপর ওমর ফারুকে আযম, এরপর ওসমানে গনী, অতঃপর মওলা আলী এরপর আশারায়ে মুবাশশারা (অর্থাৎ অবশিষ্ট **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র যবানে দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত) ও হযরত হাসান ও হোসাইন অতঃপর বদরের সাহাবা এরপর বাইতুর রিদওয়ানের সাহাবায়ে কিরামগণের رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن মর্যাদা এবং তাঁরা সবাই অকাট্য জান্নাতী। **(বাহারে শরীয়াত, ১/২৪১-২৪৯)** ইবারতে ফিরিশতা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সাধারণ ফিরিশতা কেননা সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সকল ফিরিশতার চেয়ে উত্তম নয় বরং ফিরিশতাদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ফিরিশতা, যাঁদেরকে "মালায়িকায়ে মুকাররাবিন" তথা নৈকট্যশীল ফিরিশতা বলা হয়, যাঁদের মধ্যে আরশ বহনকারী এবং "রাসূল ফিরিশতা" যেমন; জিব্রাঈল, মিকাঈল, ইস্রাফিল ও ইযরাঈল عَلَيْهِمُ السَّلَام ও অন্তর্ভূক্ত, এই ফিরিশতারা সকল সাহাবী থেকে উত্তম।

সাহাবা কা গাদা হোঁ অউর আহলে বাইত কা খাদেম
এয় সব হে আ'প হি কি তো এনায়াত ইয়া রাসূলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

নবীর চারজন সাথী

সূরা বাকারার **১৩** নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْۤا اَنُؤْمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰكِنْ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾

(পারা: ১, সূরা: বাকারা, আয়াত: ১৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আর তাদেরকে বলা হয়, 'ঈমান আনো যেমন অপরাপর লোকেরা ঈমান এনেছে। তখন তারা বলে: 'নির্বোধদের মতো কি আমরাও বিশ্বাস (ঈমান) স্থাপন করবো?' শুনছো! তারাই হলো নির্বোধ; কিন্তু তারা তা জানে না।

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا যিনি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকতে ইলমে তাফসীর অর্জন করেছেন, সূরা: বাকারার **১৩**নং আয়াতের এই অংশ "كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** যেমন অপরাপর লোকেরা ঈমান এনেছে।)" এর তাফসীরে বলেন: "যেমন; হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত ওসমানে গনী এবং হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ঈমান এনেছেন। **(ইবনে আসাকির, ৩৯/১৭৭)** এই চার সাথীকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, তাঁদের ঈমানের একনিষ্ঠতা

তখন জনসাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো।"

(তাফসীরে আযিযি, ১ম পারা, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

জিনা বনেগী মুহিব্বানে চার ইয়ার কি কবর,
জু আপনে সীনে মে ইয়ে চার বাগ লে কে চলে।

শব্দার্থ: **জিনান**- জান্নাত সমূহ। **মুহিব্বান**- ভালবাসা পোষণকারী।

কালামে রযার ব্যাখ্যা: যারা নিজেদের অন্তরে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাগানের এই চারটি সুবাসিত ফুলের (অর্থাৎ চার সাথী) ভালবাসা কবরে সাথে নিয়ে যাবে, **আল্লাহ পাকের** রহমতে তাদের কবর জান্নাতের বাগান হয়ে যাবে।

আল্লাহ! মেরা হাশর হো বু বকর অউর ওমর
ওসমান গনী ও হযরতে মওলা আলী কে সাথ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২০৯ পৃষ্ঠা)

হার সাহাবীয়ে নবী! জান্নাতী জান্নাতী
সব সাহাবীয়াত ভি! জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঈমান তাজাকারী ঘটনা

তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহহাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবায়ে

www.dawateislami.net

কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সিরিয়ায় আসলো তখন একজন পাদ্রীর (অর্থাৎ খ্রীষ্টানদের ইবাদতগুজার) সাথে দেখা হলো, পাদ্রী তাঁকে দেখে বললো: ঐ সত্তার শপথ যার আয়ত্বে আমার প্রাণ! হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর হাওয়ারী (অর্থাৎ সাথী) যাঁদের ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিলো এবং করাত দিয়ে কাটা হয়েছিলো তাঁরাও মুজাহেদায় (অর্থাৎ ইবাদত ও রিয়াযতে) ঐ স্থানে পৌঁছেনি, যে স্থানে **হযরত মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان পৌঁছেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহহাব رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি হযরত ইমাম মালেক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে আরয করলাম: (পাদ্রী যাঁদের প্রশংসা করেছিলো) আপনি কি সেই সাহাবায়ে কিরামের নাম বলতে পারেন? তখন তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ, হযরত মুয়ায বিন জাবাল, হযরত বিলাল এবং হযরত সাআদ বিন উবাদা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُم এর নাম নিলেন।

(আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ, ৬/৪৬১)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

আ-ল ও আসহাবে নবী সব বাদশাহ হে বাদশাহ
মে ফকত আদনা গদা আসহাব ও আহলে বাইত কা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলের সাহাবীর মর্যাদা

"রাসূলের সাহাবী" হওয়া **আল্লাহ পাকের** অনেক বড় নেয়ামত, বড় বড় অলীরাও সাহাবীর মর্যাদা পেতে পারে না, সকল সাহাবী ন্যায়নিষ্ঠ ও জান্নাতী। কোন ব্যক্তি যতই ইবাদত করুক না কেন, সে কখনোই সাহাবী হতে পারবে না, কেননা "সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহচর্য পেয়েছেন, **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে ইলম ও আমল অর্জন করেছেন, **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন, তাঁরা তো শুধু মানুষ নয় ফিরিশতাদের চেয়েও মর্যাদাবান।" (মিরাত, ৮/৩৪০) ফিরিশতাদের চেয়ে উত্তম দ্বারা পূর্বে ব্যাখ্যাই গন্য হবে যা ৫ম পৃষ্ঠায় অতিবাহিত হয়েছে।

সাহাবা ওহ সাহাবা জিন কি হার দিন ঈদ হোতি থি
খোদা কা কুরব হাসিল থা নবী কি দীদ হোতি থি

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সাহাবী থেকে কোন অলীই বড় হতে পারে না

"বাহারে শরীয়াত" এ রয়েছে: সকল সাহাবায়ে কিরাম (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) কল্যাণের ধারক ও ন্যায়নিষ্ট। তাঁদের যখন আলোচনা করা হবে তখন মঙ্গলময় (আলোচনা) হওয়া "ফরয"। কোন সাহাবীর ব্যাপারে মন্দ আকীদা পোষণ করা বদমাযহাবী, পথভ্রষ্টতা ও জাহান্নামের অধিকারী সাব্যস্ত হওয়া কেননা, তা (মন্দ আকীদা) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে বিদ্ধেষ (শত্রুতা) পোষণ করার নামান্তর, কোন "অলী" যতই উচ্চ মর্যাদার হোক না কেনো, কোন সাহাবীর মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৫২-২৫৩)

এক চক্ষুবিশিষ্ট মৃত

মাকতাবাতুল মদীনার ৬৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা **"কবরবাসীদের ২৫টি ঘটনা"** এর ৩৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার এক প্রতিবেশি ভ্রান্ত মতবাদের কথাবার্তা বলতো। মৃত্যুর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম: সে এক চক্ষুবিশিষ্ট। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: এ কি অবস্থা তোমার? উত্তরে সে বললো: আমি সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পবিত্র শানে "দোষ ত্রুটি" বের করতাম, **আল্লাহ পাক** আমাকে

www.dawateislami.net

ত্রুটিযুক্ত করে দিয়েছেন! একথা বলে সে তার বিদির্ণ করে দেয়া চোখ হাত দিয়ে ঢেকে দিলো। (শরহুস সুদুর, ২৮০ পৃষ্ঠা)

ফিরিশতারা সাহাবীদের স্বাগতম জানাবে

সকল সাহাবায়ে কিরাম (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) উচ্চ ও নিম্ন (আর তাঁদের মধ্যে নিম্ন কেউ নেই) সকলেই জান্নাতী, তারা জাহান্নামের সামান্য আওয়াজও শুনবে না এবং সর্বদা নিজেদের যেমন ইচ্ছা সেভাবেই থাকবে, হাশরের সেই মহা আতঙ্ক তাঁদেরকে বিষন্ন করবে না, ফিরিশতারা তাঁদেরকে স্বাগতম জানাবে যে, এটাই হলো সেই দিন, যার ওয়াদা তোমাদের সাথে করা হয়েছিলো। এসবই কোরআনে করীমের বাণীর সারাংশ। (বাহারে শরীয়াত, ১/২৫৪)

আল্লাহ পাক ১৭তম পারা সূরা আম্বিয়ার **১০১-১০৩** নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیۡنَ سَبَقَتۡ لَهُمۡ مِّنَّا
الۡحُسۡنٰۤی ۙ اُولٰٓئِكَ عَنۡهَا
مُبۡعَدُوۡنَ ﴿۱۰۱﴾ لَا یَسۡمَعُوۡنَ
حَسِیۡسَهَا ۚ وَهُمۡ فِیۡ مَا اشۡتَهَتۡ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ নিশ্চয় ঐসব লোক, যাদের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি কল্যাণের হয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তারা সেটার ক্ষীণ ধ্বনিও শুনবে না এবং তারা

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "আমার প্রতি অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۲﴾ لَا یَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَ تَتَلَقّٰىهُمُ الْمَلٰٓىٕكَةُ ؕ هٰذَا یَوْمُكُمُ الَّذِیْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾

(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১০১-১০৩)

তাদের মন যেমন চায় তেমন ভোগ বিলাসের মধ্যে সর্বদা থাকবে। তাদেরকে বিষাদে ফেলবে না ঐ সর্বাধিক মহাভীতি এবং ফিরিশতাগণ তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য আসবে, 'এটাই হচ্ছে তোমাদের ঐ দিন, যার সম্পর্কে তোমাদের সাথে ওয়াদা ছিলো'।

"আমি তাদের অন্তর্ভূক্ত"

হযরত মওলা আলী শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم সূরা আম্বিয়ার ১০১নং আয়াত তিলাওয়াত করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰۤى ۙ اُولٰٓىٕكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ﴿۱۰۱﴾

(পারা: ১৭, সূরা: আম্বিয়া, আয়াত: ১০১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ঐসব লোক, যাদের জন্য আমার প্রতিশ্রুতি কল্যাণের হয়েছে, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

অতঃপর বলেন: আমি তাঁদের অন্তর্ভূক্ত, (হযরত) আবু বকর, ওমর, ওসমান এবং তালহা, যুবাইর, সাআদ, সাঈদ, আব্দুর রহমান বিন আউফ, আবু উবাইদা বিন জাররাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم(ও) এর অন্তর্ভূক্ত। **(তাফসীরে বায়যাবী, ৪/১১০)**

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

আল্লাহ পাক ১৯তম পারা সূরা নামলের ৫৯নং আয়াতে ইরশাদ করনে:

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ؕ

(পারা: ১৯, সূরা: নামল, আয়াত: ৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন: 'সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ**রই এবং শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের উপর'।

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বর্ণনাকৃত আয়াতে মুবারাকার এই অংশ: وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى **(কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** শান্তি তাঁর মনোনীত বান্দাদের উপর'।) এর তাফসীরে বলেন: "মনোনীত বান্দা দ্বারা **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরামই উদ্দেশ্য।" **(তাফসীরে তাবারি, ১০/৪, নম্বর ২৭০৬০)**

হারাম, হারাম, মারাত্মক হারাম

সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ের যে ঘটনা হয়েছে, তা নিয়ে কথা বলা হারাম, হারাম, মারাত্মক হারাম, মুসলমানদের তো এটাই দেখা উচিৎ, সেই সকল ব্যক্তিত্বরা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী ও সত্যিকার গোলাম ছিলেন।

(বাহারে শরীয়াত, ১/২৫৪)

www.dawateislami.net

মেরী ঝোলি মে না কিউঁ হোঁ দু'জাহাঁ কি নেয়ামত
মে হোঁ মাঙ্গতা মে গদা, আসহাব ও আহলে বাইত কা
কিউঁ হো মা'ইউস এ্যয় ফকিরো! আ'ও আ'কর লুট লো
হে খাযানা বাট রাহা, আসহাব ও আহলে বাইত কা
ইয়া ইলাহী! শুকরিয়া আত্তার কো তু নে কিয়া
শেয়ের গো, মিদহাত সারা আসহাব ও আহলে বাইত কা
হার সাহাবীয়ে নবী! জান্নাতী জান্নাতী
সব সাহাবীয়াত ভী! জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

৪০টি হাদীস অপরের নিকট পৌঁছানোর ফযীলত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট পৌঁছানোর জন্য দ্বীন সম্পর্কীত "৪০টি হাদীস" মুখস্ত করে নিবে তবে **আল্লাহ পাক** তাকে কিয়ামতের দিন আলিমে দ্বীন হিসাবে উঠাবেন আর কিয়ামতের দিন আমি তার সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।" (শুয়াবুল ঈমান, ২/২৭০, হাদীস: ১৭২৬) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, চল্লিশটি হাদীস মানুষের নিকট পৌঁছানো, যদিও তা মুখস্ত নাও হয়। (আশিয়াতুল লুমআত, ১/১৮৬)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাদীসে পাকে বর্ণিত ফযীলত অর্জন করার নিয়্যতে সাহাবাদের ফযীলত সম্বলিত "**প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪০টি বাণী" উপস্থাপন করছি:

সাহাবাদের ফযীলত সম্বলিত ৪০টি হাদীস

(১) উত্তম লোক হলো আমার যুগের (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম) অতঃপর যারা তাঁদের নিকটবর্তী (অর্থাৎ তাবেঈন), এরপর যারা তাঁদের নিকটে (অর্থাৎ তবে তাবেঈন)।

(বুখারী, ২/২৯৩, হাদীস: ২৬৫২)

সাহাবাদের যুগের সময়কাল: বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত মুফতী শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রসিদ্ধ মতামত অনুযায়ী সাহাবায়ে কিরামে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যুগ ১১০ হিজরীতে সবার শেষে ইন্তেকালকারী সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু তুফাইল আমের বিন ওয়াসেলা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ইন্তেকাল শরীফের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হয়ে যায়।[১] এরপর সত্তর আশি (৭০-৮০) বছর পর্যন্ত তাবেঈনদের যুগ ছিলো, অতঃপর পঞ্চাশ (৫০) বছর তবে তাবেঈনদের, অর্থাৎ প্রায় দুইশত বিশ হিজরীতে (২২০) তবে তাবেঈনদের মুবারক যুগ শেষ হয়ে যায়। (নুজহাতুল কারী, ৩/৮০১)

(২) ঐ মুসলমানকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না, যে আমাকে দেখেছে বা আমাকে দেখা ব্যক্তিকে (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) দেখেছে।

(তিরমিযী, ৫/৪৬১, হাদীস: ৩৮৮৪)

১. তাকরিবুত তাহযিব, ২২৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩১১১।

www.dawateislami.net

(৩) আমার সাহাবাদের মধ্যে যেই সাহাবী যেই ভূমিতে ওফাত লাভ করবে তবে কিয়ামতের দিন (সেই সাহাবীকে) সেখানকার মুসলমানদের জন্য নূর ও পথনির্দেশক বানিয়ে উঠানো হবে। (প্রাগুক্ত, ৫/৪৬৩, হাদীস: ৩৮৯১)

(৪) আমার সাহাবাদের মন্দ বলো না, এই কারণে যে, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ উহুদ পাহাড়ের সমপরিমাণও স্বর্ণ ব্যয় করে দেয়, তবে তা তাঁদের এক মুদ (অর্থাৎ এক কিলো থেকে ৪০ গ্রাম কম) সমপরিমাণও হতে পারে না এবং না সেই মুদের অর্ধেক। (বুখারী, ২/৫২২, হাদীস: ৩৬৭৩)

(৫) আনসারগণের (অর্থাৎ আনসারি সাহাবীগণ) ভালবাসা "ঈমান" এর নিদর্শন এবং তাঁদের সাথে বিদ্বেষ "নিফাক" এর নিদর্শন। (প্রাগুক্ত, ২/৫৫৬, হাদীস: ৩৭৮৪)

(৬) তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে, যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকবে, যে আমাকে দেখেছে এবং আমার সহচর্য অবলম্বন করেছে (অর্থাৎ সাহাবী), **আল্লাহ**র শপথ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে, যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকবে, যে আমাকে দেখা ব্যক্তিকে দেখেছে এবং তাঁদের সহচর্য অবলম্বন করেছে (অর্থাৎ তাবেয়ী),

www.dawateislami.net

আল্লাহর শপথ! তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে, যতক্ষণ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকবে, যে আমাকে দেখা ব্যক্তিদেরকে (অর্থাৎ সাহাবীকে) দেখা ব্যক্তিদেরকে (অর্থাৎ তাবেয়ীকে) দেখেছে এবং তাঁদের সহচর্য অবলম্বন করেছে (অর্থাৎ তবে তাবেয়ী)।

(মুসান্নিফ ইনবে আবী শায়বা, ১৭/৩০৮, হাদীসঃ ৩৩০৮৪)

(৭) আমার সাহাবাদের সম্মান করো, কেননা তাঁরা তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক। **(আল এ'তেকাদ লিল বায়হাকী, ৩২০ পৃষ্ঠা)**

(৮) আমার সাহাবাগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তাঁদের মধ্যে যার অনুসরনই করবে হেদায়াত পাবে।

(জামেউ বয়ানিল ইলম, ৩৬১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৯৭৫)

(৯) মুমীনরাই আনসারকে (অর্থাৎ আনসারী সাহাবীগণকে) ভালবাসবে, এবং মুনাফিকরাই তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, যে ব্যক্তি তাঁদেরকে ভালবাসলো **আল্লাহ পাক** তাকে ভালবাসবেন এবং যে ব্যক্তি তাঁদের সাথে শত্রুতা করবে **আল্লাহ পাক** তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

(বুখারী, ২/৫৫৫, হাদীসঃ ৩৭৮৩)

(১০) যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাক** ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে, সে আনসারের (অর্থাৎ আনসারী সাহাবা) প্রতি শত্রুতা রাখে না। **(মুসলিম, ৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৩৮)**

(১১) যেসকল লোক বৃক্ষের নিচে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলো, اِنْ شَآءَ الله তাঁদের মধ্যে কেউই দোযখে প্রবেশ করবে না।

(প্রাগুক্ত, ১০৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪০৪)

হাদীসের ব্যাখ্যা: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যাঁরা বৃক্ষের নিচে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাইয়াত করেছিলো। (মিরকাত, ১০/৬০০) এই বাইয়াতকে **"বাইতুর রিদুয়ান"** বলা হয় এবং এতে চৌদ্দশত (১৪০০) সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان অন্তর্ভূক্ত ছিলো। (তাফসীরে নাসফী, ১১৪৪ পৃষ্ঠা) মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: "ওলামায়ে কিরাম বলেন: এই হাদীসে পাকের উদ্দেশ্য হলো, **"বাইতুর রিদুয়ান"**কারী সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্যে কোন একজনও দোযখে যাবে না এবং হাদীসে পাকে "اِنْ شَآءَ الله" বলা হয়েছে, এটি সন্দেহের কারণে নয় বরং (**আল্লাহ পাকের** নামের) বরকত অর্জনের জন্যই বলা হয়েছে।"

(শরহে নববী আলা মুসলিম, ১৬তম অংশ, ৮/৫৮)

(১২) সবচেয়ে উত্তম আমি ও আমার সাহাবা। আরয করা হলো: এরপর উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: এরপর ঐ লোকেরা উত্তম, যারা তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলবে।

www.dawateislami.net

(অর্থাৎ তাঁদেরকে ফলো করবে) আরয করা হলো: এরপর কে? ইরশাদ করলেন: এরপর তারা, যারা তাঁদেরকে (অর্থাৎ তাবেঈন) অনুসরন করবে।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাতে, ২/১২৯)(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৯৪, হাদীস: ১৫৬৩)

(১৩) আমার সাহাবা আমার উম্মতের জন্য শান্তি স্বরূপ, যখন তারা এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাবে, তখন আমার উম্মতের উপর সেইদিন আসবে, যেদিনের ব্যাপারে তাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছিলো।

(মুসলিম, ১০৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪৬৬)

হাদীসের ব্যাখ্যা: "মিরাত শরীফে" রয়েছে: সাহাবায়ে কিরামের যুগে যদিও ফিতনা হয়েছিলো কিন্তু মুসলমানদের দ্বীন (বৃহৎ আকারে) এমনভাবে বিকৃত হয়নি, যেমনটি (সাহাবার যুগ শেষ হওয়ার) পরবর্তিতে বিকৃত হয়েছে আর এখন এই যুগের কথা জিজ্ঞাসা করারই কি আছে! **আল্লাহ** রক্ষা করুক।" **(মিরাত, ৮/৩৩৬)**

(১৪) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلصَّحَابَةِ، وَلِمَنْ رَّاٰى، وَلِمَنْ رَّاٰى অর্থাৎ হে **আল্লাহ**! (আমার) সাহাবাদের মাগফিরাত করো এবং যারা তাঁদের দেখেছে এবং যারা তাঁদেরকে দেখা ব্যক্তিদের দেখেছে, তাদেরকেও মাগফিরাত করো। **(মারেফাতুস সাহাবা লিইবনে নাঈম, ১/১৫)**

www.dawateislami.net

(১৫) **আল্লাহ পাক** যখন কারো মঙ্গল চান, তবে তাদের অন্তরে আমার (সকল) সাহাবার ভালবাসা সৃষ্টি করে দেন। (তারিখে আসবাহান, ১/৪৬৭, নম্বর ৯২৯)

(১৬) সর্বপ্রথম আমার জন্য পুলসিরাতকে দোযখের উপর রাখা হবে, আমি ও আমার সাহাবারা পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করবো।

(আল ফিরদাউস বিমাসুরিল খিতাব, ১/৪৮, হাদীস: ১২০)

(১৭) **আল্লাহ পাক** আমার সাহাবাদেরকে নবী ও রাসূলগণ ব্যতীত সমস্ত জগতের উপর মর্যাদা দান করেছেন এবং আমার সকল সাহাবীদের মাঝে মঙ্গল রয়েছে।

(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ৯/৭৩৬, হাদীস: ১৬৩৮৬)

(১৮) নক্ষত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করো না, নিজের মতানুযায়ী কোরআনে পাকের তাফসীর করো না এবং আমার সাহাবাদের মধ্যে কাউকে মন্দ বলো না, তবে তা হবে একনিষ্ঠ ঈমান। (আল ফেরদাউস, ৫/৬৪, হাদীস: ৭৪৭০)

(১৯) আমার সকল সাহাবাকে যারা ভালবাসবে, তাদের সাহায্য করো এবং তাদের জন্য ইস্তিগফার (অর্থাৎ মাগফিরাতের দোয়া) করো, তবে **আল্লাহ পাক** তাকে কিয়ামতের দিন জান্নাতে আমার সাহাবাদের সহচর্য নসীব করাবেন। (ফাযায়িলিস সাহাবাতি লিল ইমাম আহমদ, ১/৩৪১, হাদীস: ৪৮৯)

www.dawateislami.net

(২০) আমার সাহাবাদেরকে আমার কারণে যে নিরাপত্তা প্রদান ও সম্মান করলো তবে আমি কিয়ামতের দিন তার নিরাপত্তা দানকারী হবো। আর যে আমার সাহাবীদের গালি দিলো, তার উপর **আল্লাহ পাকে**র অভিশাপ।

(প্রাগুক্ত, ২/৯০৮, হাদীস: ১৭৩৩)

(২১) যে ব্যক্তি আমার সাহাবাকে মন্দ বলে, তার উপর **"আল্লাহ**র অভিশাপ" এবং যে তাঁদের সম্মান রক্ষা করবে, আমি কিয়ামতের দিন তাকে রক্ষা করবো (অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবো)।

(তারিখে ইবনে আসাকির, ৪৪/২২২। আস সিরাজুম মুনির শরহে জামেয়ে সগীর, ৩/৮৬)

(২২) যে ব্যক্তি আমার সাহাবা সম্পর্কে উত্তম কথা বললো, তবে সে নিফাক (তথা কপটতা) থেকে মুক্ত হয়ে গেলো, যে ব্যক্তি আমার সাহাবা সম্পর্কে মন্দ কথা বললো, তবে সে আমার তরিকা থেকে সরে গেলো এবং তার ঠিকানা হলো আগুন আর কতইনা নিকৃষ্ট স্থান ফিরে আসার।

(জমউল জাওয়ামে, ৮/৪২৮, হাদীস: ৩০২৬২)

(২৩) আমার সাহাবাদের সম্পর্কে **আল্লাহ**কে ভয় করো! **আল্লাহ**কে ভয় করো! আমার সাহাবাদের ব্যাপারে **আল্লাহ**কে ভয় করো! **আল্লাহ**কে ভয় করো! আমার পর তাদেরকে নিশানা বানিওনা, কেননা যে ব্যক্তি তাঁদেরকে

www.dawateislami.net

ভালবাসলো তবে তা আমাকে ভালবাসার কারণেই তাঁদেরকে ভালবাসলো এবং যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো তবে আমার প্রতি বিদ্বেষের কারণেই তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো আর যে তাঁদেরকে কষ্ট দিলো সে (মূলত) আমাকে কষ্ট দিলো আর যে আমাকে কষ্ট দিলো সে (মূলত) **আল্লাহ**কে কষ্ট দিলো এবং যে **আল্লাহ**কে কষ্ট দিলো তবে অতি শীঘ্রই **আল্লাহ** তাকে পাকড়াও করবেন। (তিরমিযী, ৫/৩৬৩, হাদীস: ৩৮৮৮)

আল্লাহ ও রাসূলকে কষ্ট প্রদানকারীকে আযাবের সতর্কবাণী

আল্লাহ ও **রাসূল**কে কষ্ট প্রদানকারী সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** ২২তম পারা সূরা আহযাবের ৫৭নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِیْنًا ﴿۵۷﴾

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় **আল্লাহ** ও রাসূলকে, তাদের উপর **আল্লাহ**র অভিসম্পাত দুনিয়া ও আখিরাতে এবং **আল্লাহ** তাদের জন্য লাঞ্ছনার শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

www.dawateislami.net

(২৪) কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তির মুক্তির আশা থাকবে, তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে আমার সাহাবাকে গালি দিয়েছে, নিশ্চয় হাশরবাসী তাদের (অর্থাৎ সাহাবাকে গালি প্রদানকারীদের) প্রতি অভিশাপ দিবে।

(তারিখে আসবাহান, ১/১২৬)

(২৫) ـ فَاَمْسِكُوْا اِذَا ذُكِرَ اَصْحَابِیْ অর্থাৎ যখন আমার সাহাবীর আলোচনা হবে তখন "বিরত" থাকো (অর্থাৎ মন্দ বলা থেকে বিরত থাকো)। **(মু'জাম কবীর, ২/৯৬, হাদীস: ১৪২৭)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামকে عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মন্দ বলা থেকে বিরত থাকো। কেননা কোরআনে করীমে তাঁদের জন্য **আল্লাহ**র সন্তুষ্টির বার্তা (সুসংবাদ) বর্ণিত হয়েছে, অতএব তাঁদের পরিণতি (অর্থাৎ ঠিকানা) পরহেযগারী এবং **আল্লাহ**র সন্তুষ্টি সহকারে জান্নাতেই হবে। আর এটা হলে এমনই একটি হক, যা উম্মতের দায়িত্বে রয়ে গেছে অতএব যখনই তাঁদের আলোচনা হবে তবে তা যেনো শুধুমাত্র মঙ্গল এবং তাঁদের জন্য উত্তম দোয়া সহকারে হয়। **(মিরকাত, ৯/২৮২)**

(২৬) নিশ্চয় কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে কঠিনতম আযাব তারই হবে, যে আম্বিয়া (عَلَيْهِمُ السَّلَام) কে মন্দ বললো,

www.dawateislami.net

অতঃপর তারই হবে, যে আমার সাহাবাকে মন্দ বললো এবং এরপর তারই হবে, যে মুসলমানকে মন্দ বললো।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/১০০০, হাদীস: ৪৮৯৪)

(২৭) ঐ ব্যক্তির প্রতি **আল্লাহ পাকের** অভিসম্পাত হোক, যে আমার সাহাবাকে গালি দিলো।

(মু'জাম কবীর, ১২/৩৩২, হাদীস: ১৩৫৮৮)

সাহাবাদের দোষারোপকারী

(২৮) নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আমাকে নির্বাচন (Select) করেছেন এবং আমার জন্য আমার সাহাবাদের নির্বাচন করেছেন আর অতি শীঘ্রই এমন সম্প্রদায় আসবে, যারা তাঁদের শানকে ছোট করবে, তাঁদেরকে দোষারোপ করবে এবং গালি দিবে, অতএব তোমরা তাদের সাথে বসবে না, তাদের সাথে পানাহার করবে না, তাদের সাথে নামায পড়বে না আর তাদের (জানাযার) নামায পড়বে না।

(আল জামেউল আখলাক আর রাবী লিল লিল খতিবিল বাগদাদী, ২/১১৮, নম্বর: ১৩৫৩)

(২৯) নিশ্চয় আমার উম্মতের নিকৃষ্ট লোক সেই, যে আমার সাহাবাদের প্রতি সাহস প্রদর্শনকারী।

(আল কামিলু ফি দা'ফাইর রিজাল লিইবনে আদী, ৯/১৯৯)

হাদীসের ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ঐসকল লোক, যারা সাহাবায়ে কিরামকে عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان গালি দেয় এবং তাঁদের সম্পর্কে এমন কথা বলে, যা তাঁদের শান ও মর্যাদার অনুপযুক্ত, এরূপ করা কঠোরভাবে হারাম কাজ, সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان গালি দেয়া গুনাহের প্রতি নির্ভিক হওয়ার নিদর্শন এবং তাঁদের সম্মান ও আদব করা উত্তম হওয়ার নিদর্শন আর সত্য হলো, সকল সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সম্মান করতে হবে এবং তাঁদেরকে মন্দ বলা থেকে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রন করতে হবে, সেই সাহাবায়ে কিরাম মুহাজির হোক বা আনসার।

(ফয়যুল কদীর, ২/৫৭৫, ২২৮১ নং হাদীসের পাদটিকা)

(৩০) যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে মন্দ বললো, তার প্রতি **আল্লাহ পাক**, ফিরিশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ, **আল্লাহ পাক** তার ফরয, নফল কবুল করবেন না।

(আদ দোয়াউ লিত তাবারানী, ৫৮১ পৃষ্ঠা, নম্বর ২০১৮)

(৩১) যে ব্যক্তি আমার সাহাবা, বিবিগণ এবং আহলে বাইতের প্রতি ভক্তি পোষণ করে এবং তাঁদের মধ্যে কারো প্রতি বিদ্রুপ করে না (অর্থাৎ গালাগালি করে না) আর তাঁদের ভালবাসায় দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করে তবে সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে আমার মর্যাদায় থাকবে। **(জমউল জাওয়ামেয়ে, ৮/৪১৪, হাদীস: ৩০২৩৬)**

www.dawateislami.net

সালেহীনদের (অর্থাৎ নেককার লোকদের) সাথে থাকা দ্বারা এটা আবশ্যক নয় যে, তার মর্যাদা ও প্রতিদান সকল কিছুতেই সালেহীনদের ন্যায়ই হবে বরং কোন মর্যাদায় কোন বিশেষ কারণে অংশগ্রহণ হবে, যদিও মর্যাদা ও সম্মান মানদন্ডের ভিত্তিতে লাখো গুন পার্থক্য থাকবে। যেমন প্রাসাদে বাদশাহ এবং গোলাম (অথবা ঘরে মালিক ও কর্মচারী) উভয়ই থাকে কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য স্পষ্ট।

(৩২) আমার সাহাবাদের ব্যাপারে আমাকে শ্রদ্ধা করো, কেননা তাঁরা আমার উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক।

(মুসনাদিশ শাহাবম ১/৪১৮, হাদীস: ৭২০)

(৩৩) আমার পরবর্তিতে আমার সাহাবাদের মাঝে কিছু ভুলত্রুটি হবে, **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে আমার সহচর্যের কারণে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাঁদের পরবর্তিতে কিছু লোক আসবে, যাদেরকে **আল্লাহ** অধমুখে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। **(মু'জাম আওসাত, ২/২৬০, হাদীস: ৩২১৯)**

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ঐ পরবর্তিদের সম্পর্কে বলেন: তারা হলো ঐ লোক, যারা সেই ভুলত্রুটি কারণে সাহাবাদের প্রতি বিদ্রুপ করবে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৩৩৬)**

www.dawateislami.net

(৩৪) আমার উম্মতের মধ্যে আমার সাহাবাদের উদাহরণ হলো খাবারে লবণের ন্যায়, কেননা লবণ বিহীন খাবার ভাল হয় না। **(শরহুস সুন্নাহ, ৭/১৭৪, হাদীস: ৩৭৫৬)**

(৩৫) যখন তোমরা মানুষকে দেখবে যে, আমার সাহাবাকে গালাগালি করছে তখন বলো: **আল্লাহ পাকের** অভিশাপ হোক তোমাদের অবাধ্যতার উপর।

(তিরমিযী, ৫/৪৬৪, হাদীস: ৩৮৯২)

হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম তো ভালই, তোমরা কে তাঁদেরকে মন্দ বলার, এখন সেই মন্দ স্বয়ং তোমাদের দিকেই ফিরে আসবে এবং এর শাস্তি তোমাদের উপরই পড়বে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৪৪)**

(৩৬) আমাকে কোন সাহাবী কারো পক্ষ থেকে কোন বিষয় বলবে না, আমি চাই যে, তোমাদের নিকট পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে আসি। **(আবু দাউদ, ৪/৩৪৮, হাদীস: ৩৮৬০)**

হাদীসের ব্যাখ্যা: "মিরাত শরীফে" রয়েছে: অর্থাৎ কারো প্রতি শত্রুতা, কারো প্রতি ঘৃণা যেন না থাকে। এটাও আমাদের জন্য বর্ণিত আইন যে, নিজের অন্তরকে (মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ থেকে) পরিছন্ন রাখো, যাতে তাতে মদীনার নূর

www.dawateislami.net

দেখতে পাও, অন্যথায় **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অন্তর রহমত, নূরে কারামতের ভান্ডার, সেখানে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ পৌঁছতেই পারে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৭২)

(৩৭) আমার নিকট মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হলে তোমরা (অর্থাৎ আনসারী সাহাবী), আমার নিকট মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি তোমরাই প্রিয়।

(মুসলিম, ১০৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪১৭)

(৩৮) মুহাজির ও আনসার মদীনা শরীফের পাশে খন্দক (পরিখা) খননে ব্যস্ত ছিলো, তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দোয়া করলেন: হে **আল্লাহ**! আখিরাতের কল্যাণ ব্যতীত কোন কল্যাণ নেই, ব্যস আনসার ও মুহাজিরদের বরকত দান করো।

(বুখারী, ২/২৬৪, হাদীস: ২৮৩৫)

(৩৯) যদি মানুষ একটি জঙ্গল বা ঘাটিতে যায়, তবে আমি আনসারের (অর্থাৎ আনসারী সাহাবী) জঙ্গল বা তাঁদের ঘাটিতে যাবো আর আনসার হলো ভেতরের পোষাক (এর ন্যায়) এবং অবশিষ্ট লোকেরা বাইরের পোষাক (এর ন্যায়)। (প্রাগুক্ত, ৩/১১৬, হাদীস: ৪৩৩)

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা: "মিরাত শরীফে" রয়েছে: অর্থাৎ যদি সমস্ত জগতের মত একই হয় এবং আনসারের (অর্থাৎ আনসার সাহাবী) মত আরেকটি হয়, তবে আমি আনসারের মতানুযায়ী মত প্রদান করবো, আনসারের মতকে সকলের মতের উপর প্রাধান্য দিবো, উদ্দেশ্য এটা নয় যে, আনসারের আনুগত্য করবো, সমস্ত জগত **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই অনুগত, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ে অনুগত নয়। অবশিষ্ট লোক দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মুমিন, জনাব খোলাফায়ে রাশেদীন বা ফাতেমা যাহরা ও হাসান ও হোসাইন (رَضِیَ اللهُ عَنْهُم) এতে অন্তর্ভূক্ত নয়।

(মিরাত, ৮/৫২৭-৫২৮)

(৪০) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ، وَلِاَبْنَآءِ الْاَنْصَارِ، وَاَبْنَآءِ اَبْنَآءِ الْاَنْصَارِ۔ অর্থাৎ হে আল্লাহ! আনসারের (অর্থাৎ আনসার সাহাবী) এবং তাঁদের সন্তান ও নাতিদের মাগফিরাত করো।

(মুসলিম, ১০৪৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৪১৪)

হার সাহাবীয়ে নবী! জান্নাতী জান্নাতী
সব সাহাবীয়াত ভি! জান্নাতী জান্নাতী
চার ইয়ারানে নবী জান্নাতী জান্নাতী
হযরতে সিদ্দীক ভি জান্নাতী জান্নাতী
অউর ওমর ফারুক ভি জান্নাতী জান্নাতী

www.dawateislami.net

ওসমানে গনী জান্নাতী জান্নাতী
ফাতেমা অউর আলী জান্নাতী জান্নাতী
হে হাসান হোসাইন ভি জান্নাতী জান্নাতী
ওয়ালিদাইনে নবী জান্নাতী জান্নাতী
হার যাওজায়ে নবী জান্নাতী জান্নাতী
অউর আবু সুফিয়ান ভি জান্নাতী জান্নাতী
হে মুয়াবিয়া ভি জান্নাতী জান্নাতী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কিউঁ না হো রুতবা বড়া আসহাব ও আহলে বাইত কা

কিউঁ না হো রুতবা বড়া আসহাব ও আহলে বাইত কা,
হে খোদায়ে মুস্তফা, আসহাব ও আহলে বাইত কা।
আ'ল ও আসহাবে নবী সব বাদশাহ হে বাদশাহ,
মে ফকত আদনা গদা আসহাব ও আহলে বাইত কা।
মেরি ঝোলি মে না কিউঁ হোঁ দু'জাহাঁ কি নেয়'মতেঁ,
মে হোঁ মাঙ্গতা মে গাদা আসহাব ও আহলে বাইত কা।
কিউঁ হো মাইউস এ্যয় ফকিরো! আও আ'কর লুট লো,
হে খাযানা বাট রাহা আসহাব ও আহলে বাইত কা।
ফযলে রব সে দু'জাহাঁ মে কামিয়াবী পায়ে গা,
দিল সে জু শায়দা হুয়া আসহাব ও আহলে বাইত কা।
এ্যয় খোয়ায়ে মুস্তফা! ঈমান পর হো খাতেমা,
মাগফিরাত কর! ওয়াসেতা আসহাব ও আহলে বাইত কা।

www.dawateislami.net

জি'না মরনা উন কি উলফত মে হো ইয়া রব! অউর হো,
কুরব জান্নাত মে আতা আসহাব ও আহলে বাইত কা।
হাশর মে মুঝ কো শাফায়াত কি আতা খয়রাত হো,
ওয়াসেতা ইয়া মুস্তফা! আসহাব ও আহলে বাইত কা।
নূর ওয়ালে! কবর মেরী হাশর তক রৌশন রাহে,
ওয়াসেতা ইয়া মুস্তফা! আসহাব ও আহলে বাইত কা।
হার বরস সে হজ্জ করোঁ, মিঠা মদীনা দেখ লুঁ,
ইয়া ইলাহী! ওয়াসেতা আসহাব ও আহলে বাইত কা।
নাযআ মে হাসনাইন কে নানা কা জলওয়া হো নসীব,
ইয়া ইলাহী! ওয়াসেতা আসহাব ও আহলে বাইত কা।
দেয় গুনাহোঁ সে নাজাত অউর মুত্তাকী মুঝ কো বানা,
ইয়া ইলাহী! ওয়াসেতা আসহাব ও আহলে বাইত কা।
দরদে ইসইয়াঁ কি দাওয়া মিল জায়ে মে বন জাওঁ নেক,
ইয়া ইলাহী! ওয়াসেতা আসহাব ও আহলে বাইত কা।
দরদ হো দুনিয়া সে মওলা ইয়ে "করোনা" কি ওয়াবা,
ইয়া ইলাহী! ওয়াসেতা আসহাব ও আহলে বাইত কা।
শাহ কি দুখিয়ারী উম্মত কে দুখোঁ কো দুর কর,
ইয়া ইলাহী! ওয়াসেতা আসহাব ও আহলে বাইত কা।
তঙ্গদস্তী দূর হো অউর রিযক মে বরকত মিলে,
ইয়া ইলাহী! ওয়াসেতা আসহাব ও আহলে বাইত কা।
ইয়া ইলাহী! শুকরিয়া আত্তার কো তু নে কিয়া,
শেয়র গো, মিদহাত সারা আসহাব ও আহলে বাইত কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কোরআনে মজীদ	❁❁❁❁	আশিয়াতুল লুমআত	কোয়েটা
তাফসীরে তাবারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	ফয়যুল কদীর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
তাফসীরে নাসাফী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	আস সীরাজুম মুনীর	মাকতাবাতুল ঈমান
তাফসীরে সাভী	দারুল ফিকির	মিরকাত	দারুল ফিকির
তাফসীরে আযীযী	কোয়েটা	মিরাত	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন
বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	নুজহাতুল কারী	ফরিদ বুক স্টল
মুসলিম	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	ফাযায়িলিস সাহাবাতি	মওসাসাতুর রিসালাতি
আবু দাউদ	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী	মারিফাতিস সাহাবতি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
তিরমিযী	দারুল ফিকির	তারিখে আসবাহানী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা	দারুল ফিকির	আল জামেয়েল আখলাকুর রাবী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
মু'জাম কবীর	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী	আল কামিলা ফি দা'ফায়ির রিজাল	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
মু'জাম আওসাত	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির
হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	তাকরীবুত তাহযিব	দারুল আ'সিমাতির রিয়াদ
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	আদ দোয়া	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
আল এ'তেকাদ	দারুল আফাকুল জদীদ	সা'আদাতুদ দারাঈন	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া
জামেউল বয়ানুল ইলম	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	শরহুস সুদুর	মারকাযে আহলে সুন্নাত বারাকাত রযা
মুসনাদিশ শাহাব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	নুজহাতুল ফিকির	মাকতাবাতুল মদীনা
আল ফেরদাউস বিমাসুরিল খাত্তাব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন
শরহুস সুন্নাহ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা
জমউল জাওয়ামে	দারুস সাআদাতুল আযহার	মলফুযাতে আলা হযরত	মাকতাবাতুল মদীনা
মাজমাউয যাওয়ায়িদ	দারুল ফিকির	আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ	মাকতাবাতুল মদীনা
শরহুন নববী আলা মুসলিম	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া	ওয়াসায়িলে বখশীশ	মাকতাবাতুল মদীনা

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

দারিদ্যতা থপ্পক মুক্তির ওযীফা

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর ﷺ ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০বার لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ পাঠ করলো, সে দুনিয়াতে মুখাপেক্ষীতা থেকে বেঁচে থাকবে, কবরের মধ্যে তার দুঃশ্চিন্তা হবে না এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে।

(শরহুস সুদুর (উর্দু), ২৮৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা। শরহুস সুদুর, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

01013220

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net